প্রথম আলো

তারিখ 5 MAY 2017
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

নতুন পদ্ধতির মূল্যায়নে পাসের হার কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গণিতের ধাক্কায় দুই বছর আগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমে যাওয়ায় হইচই পড়েছিল। সেটা কাটিয়ে গেলবার ভালোর ধারায় ফিরলেও এবার মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা আবারও ফলাফলে পিছিয়ে পড়েছে। পাসের হার এবং শাখাভেদে ভালো ফলের সর্বোচ্চ সূচক জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে।

ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মূলত দুটি কারণে ফল গতবারের চেয়ে খারাপ হয়েছে। প্রথমত, এবার নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার্থীরা আগের মতো 'ঢালাও' নম্বর পায়নি। দ্বিতীয়ত, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ কমে যাওয়ায় সার্বিক গড় পাসের হার কমেছে। কুমিল্লায় পাসের হার কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো, এই বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করেছে। গণিতে খারাপ করার কারণে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডেও পাসের হার অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় কম, এটিও সার্বিক ফলে প্রভাব ফেলেছে।

সারা দেশে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। ১০ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ কম। এবার ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১, যা গতবারের চেয়ে পাঁচ হাজার কম। আর ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসিতে পাসের হার গতবারের চেয়ে ৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ কমেছে। এবার পাসের হার ৮১ দশমিক ২১ শতাংশ।

এসএসসির ফল

পাসের হার
৮১.২১%
জিপিএ-৫
৯৭,৯৬৪
কুমিল্লায় পাসের হার ২৫% কমায় গড় হারের ওপর প্রভাব পড়েছে

তবে এসএসসিতে জিপিএ-৫ বেড়েছে ১ হাজার ১৯৫। এসএসসিতে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৭ হাজার ৯৬৪ জন। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এখানে জিপিএ-৫ বাড়িয়েছে মূলত বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা। কারণ, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় জিপিএ-৫ গতবারের চেয়ে কমেছে। শুধু বিজ্ঞান শাখায় জিপিএ-৫ বেড়েছে ২ হাজার ৬৫৪।

নতুন পদ্ধতির প্রভাব

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নে সমতা আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু পরীক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নতুন এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপর খাতা আসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে। যেদিন যে বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয়, সেদিন সে বিষয়ের প্রশিক্ষিত তিনজন প্রধান পরীক্ষককে বোর্ডে ডাকা হয়। তাঁরা প্রাপ্ত উত্তরপত্রগুলো থেকে 'ভালো', 'মধ্যম' ও 'নিম্নমানের' উত্তরপত্র নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করে দেখেন। এরপর কর্মশালার মতো করে একই উত্তরপত্র ফটোকপি করে আরও ২০ জন পরীক্ষককে দিয়ে দেখানো হয়। এতে দেখা যায়, একই উত্তরপত্র হলেও নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে কমবেশি হয়। পরে তাঁরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এভাবে লিখলে, এত নম্বর পাবে। এই প্রক্রিয়ায় মডেল, উত্তরপত্রের 'গাইডলাইন' তৈরি করা হয়। পরে যখন সারা দেশ থেকে পরীক্ষকেরা মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র নিতে বোর্ডে আসেন, তখন সবাইকে আবার ওই সব প্রশিক্ষিত পরীক্ষক একটি ব্রিফ দেন এবং গাইডলাইন দেন, যেন সেভাবেই খাতা দেখেন।

তপন কুমার সরকার বলেন, এর ফলে ঢালাওভাবে নম্বর দেওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা হচ্ছে। এ কারণে এবারের ফলে কিছু প্রভাব পড়েছে। তবে তিনি মনে করেন, এই কারণের পাশাপাশি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড খারাপ করাতেই সার্বিক ফলে তার প্রভাব পড়েছে।

ফল প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও ফল খারাপ হওয়ার জন্য নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির কথা বলেছেন। তবে তিনি বলেন, অনেকে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

● **এসএসসি ২০১৭ ফলাফল নিয়ে আয়োজন : পৃষ্ঠা-৫ ও ৮**

পাসের হার কমেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই ফল নিয়ে বিস্মিত হলেও তাঁরা বিস্মিত নন। বরং এই পরিবর্তন কাম্য ছিল। এই পদ্ধতিতে সঠিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, অনেক পরীক্ষক অবহেলা করে হোক আর না বুঝেই হোক যথাযথভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন না। ফলে নম্বরে পার্থক্য হয়। নতুন প্রক্রিয়ায় এবার খারাপ ফল হলেও পরবর্তী সময়ে সবার জন্যই এটা ভালো হবে।

কুমিল্লার ধসের সঙ্গে বরিশালের প্রভাব

এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। গতবার পাসের হার ছিল ৮৪ শতাংশ। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক বলেন, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ হাজার ৬০৬ জন ইংরেজিতে এবং গণিতে অকৃতকার্য হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৮৯ জন। তিনি বলেন, মূলত মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা খারাপ করেছে।

কুমিল্লা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৭৯। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৫৯৫ জন শুধু দুই বিষয়েই অকৃতকার্য হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই বোর্ডে গণিতে পাসের হার ৮১ শতাংশ এবং ইংরেজিতে পাসের হার ৮৬ শতাংশ। অথচ বরিশাল বাদে অন্যান্য বোর্ডে এই দুই বিষয়ে পাসের হার ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক *প্রথম আলোকে* বলেন, এই বোর্ডে এবার ইংরেজি ও গণিতের প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল।

বরিশাল বোর্ডে গণিতে পাসের হার ৮২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এবার এই বোর্ডেও পাসের হার অন্যান্য বোর্ড থেকে তুলনামূলক খারাপ।

মফস্বলে জিপিএ-৫ কম, নগরে আধিক্য

ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এবার যত শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। যেমন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে ২২ হাজার ৪৮৭ জনই ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। অন্যদিকে এই বোর্ডের অধীন শরীয়তপুরের পুরো জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১০ জন। অন্যান্য বোর্ডের চিত্রটিও কমবেশি একই রকম। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বলেন, তাঁরা মফস্বলে মেধাবী তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

পাসে ছাত্রীরা, জিপিএ-৫-এ ছাত্ররা এগিয়ে

৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পাসের হারে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা এগিয়ে আছে। ছাত্রীদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাসের হার ৮০ দশমিক ৭১ শতাংশ। তবে জিপিএ-৫-এর দিক দিয়ে ছাত্ররা এগিয়ে। ৮ বোর্ডে ৪৯ হাজার ৩২৮ জন ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। ছাত্রীরা পেয়েছে ৪৮ হাজার ৬৩৬ জন।

শতভাগ পাস ও শূন্য ভাগ পাস প্রতিষ্ঠানে অবনতি

গতকাল সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলাফলের অনুলিপি তুলে দেওয়া হয়। এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ১৪ লাখ ২২ হাজার ৩৭৯ জন অংশ নিয়ে পাস করে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন। ১০ বোর্ডের অধীন সারা দেশে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। গতবার এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ৫৩টি।

অন্যদিকে এবার ২ হাজার ২৬৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে সবাই পাস করেছে। এমন প্রতিষ্ঠান গতবার ছিল ৪ হাজার ৭৩৪টি। এবার এসএসসিতে সবচেয়ে ভালো করেছে রাজশাহী বোর্ড। এই বোর্ডে পাসের হার ৯০ দশমিক ৭০ শতাংশ। সবচেয়ে খারাপ করেছে কুমিল্লা বোর্ড।

গত ২ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়ে লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় মার্চের প্রথম সপ্তাহে।